লোক প্রশাসন ও সরকারী নীতি বিষয়ক গবেষণা

এ. এম. কামরুল আলম*

লোক প্রশাসন ও সরকারী নীতি বিষয়ক গবেষণা – এই শিরোনামের যে কোন আলোচনা লোক প্রশাসনের দুটি অমীমাংসিত সমস্যার আলোচনা ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। একটি হলো লোক প্রশাসন ও সরকারী নীতি প্রণয়নে সমস্যা নিরূপণ নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মধ্যে সম্পর্ক। দ্বিতীয়টি হলো, সরকারী নীতি বিষয়ক গবেষণায় লোক প্রশাসনের ভূমিকা। বিষয় দু'টি সমস্যার চরিত্র ও ব্যাপকতার কারণে জটিল। তাই আলোচনার প্রারম্ভে যে বিষয়টি স্বচ্ছভাবে উপস্থাপিত হওয়া দরকার তা হলো–একটি নতুন বিষয় হিসেবে লোক প্রশাসন সামগ্রিকতা অর্জন করেছে কিনা। করে থাকলে তা সরকারী নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় কি ভূমিকা পালন করছে। যদি বিষয় হিসেবে এটি পূর্ণতা লাভ করে না থাকে তাহলে, লোক প্রশাসন সরকারী নীতি বিষয়ক গবেষণায় কোন মৌলিক এবং মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারছে কিনা।[১]

সাধারণভাবে চার ধরনের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে লোক প্রশাসন বিষয়টিকে একটি নিজস্ব ধারা প্রদানের প্রচেষ্টা হয়েছে। Stephen K. Baily (১৯৬৮)–র মতে – Descriptive theory, Normative theory, Assumptive theory, Instrumental theory এ চারটি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে লোক প্রশাসনের তাত্ত্বিক, সাংগঠনিক, কার্যকরণগত এবং ব্যবহারিক দিকগুলো একটি নির্দিষ্ট কাঠামোয় নিয়ে আসার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল।[২] কিন্তু এ প্রচেষ্টা সফলতা লাভ করতে পারেনি। কারণ এতে, সামাজিক বিজ্ঞান বিষয় থেকে কেন ভিন্ন বা কোথায় এর পার্থক্য এ বিষয়টি বিরূপিত হয়নি। সর্বাঙ্গীন আলোচনার অভাবে বিষয়টিকে সংজ্ঞায়িত করা যায়নি।

এতদিন ধরে সরকারী আমলাতন্ত্রকে ঘিরেই লোক প্রশাসনের মৌলিক আলোচনাটি সম্প্রসারিত হয়েছে। এবং এর গুরুত্বের ব্যাপারটিই বারবার আলোচনায় এসেছে। রাষ্ট্রের নির্বাহী শাখাকে লোক প্রশাসন হিসেবে ধরে নিয়ে এর বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়। সমাজের সার্বিক অব–কাঠামোর মধ্যে লোক প্রশাসনের সাংগঠনিক অবস্থান, ব্যাপ্তি এবং কার্য পরিধি কি হবে, এদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের ধরন

---

* *সহকারী অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

কি এবং এগুলি নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার মধ্যে কিভাবে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তা বিষদভাবে আলোচনায় আসেনি। সামাজিক বিজ্ঞানের একটি বিষয় হিসেবে এর নিজস্ব কোন তাত্ত্বিক অবকাঠামো থাকতে পারে কিনা, থাকলে তার মৌলিক ভিত্তি কি? সামাজিক বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলো থেকে গুণগত ও প্রয়োগগত কোন ধরনের বৈশিষ্ট নিয়ে এর উৎপত্তি ও অগ্রযাত্রা হয়েছে তা আলোচিত হয়নি মোটেও।

তা'ছাড়া রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ও অর্থনীতিতে যে ধরনের তত্ত্ব বা মডেল স্বীকৃত হয়েছে তার পাশাপাশি লোক প্রশাসনের কাঠামোগত পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে বা তার অকার্যকারীতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এর কোন তাত্ত্বিক ভিত্তি দাঁড় করানো প্রয়োজন কি না তা বিবেচিত হয়নি। সমাজ, অর্থনীতি, রাষ্ট্র ও প্রশাসন – এ বিষয়গুলোকে একত্রে আলোচনায় এনে কোন বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি। মার্কসবাদী ও নব্য মার্কসবাদী কোন কোন উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ বা সমাজ বিজ্ঞানী রাষ্ট্রের কাঠামো নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু প্রশাসনকে ভিন্নভাবে আলোচনায় আনেননি।[৩]

লোক প্রশাসনের আর একটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা বিষয় হিসেবে লোক প্রশাসনের বিকাশে পাঁচটি প্যারাডাইম–এ বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে লোক প্রশাসনের মূল কেন্দ্রিকতার উপর ভিত্তি করেই এ বিভাজন করা হয়েছে। প্যারাডাইমগুলোর নামকরণই এর তাত্ত্বিক ভিত্তিহীনতা নির্দেশ করছে। প্যারাডাইমগুলো নিম্নরূপঃ[৪]

প্যারাডাইম–১ ঃ রাজনীতি প্রশাসন দ্বৈততা, ১৮৯০–১৯২৬;

প্যারাডাইম–২ ঃ প্রশাসনের নীতিমালা, ১৯২৭–১৯৩৭;

প্যারাডাইম–৩ ঃ রাজনীতি বিজ্ঞান হিসেবে লোক প্রশাসন, ১৯৫০–১৯৭০;

প্যারাডাইম–৪ ঃ প্রশাসনিক বিজ্ঞান হিসেবে লোক প্রশাসন, ১৯৫৬–১৯৭০;

প্যারাডাইম–৫ ঃ লোক প্রশাসন হিসেবে লোক প্রশাসন, ১৯৭০–??

প্যারাডাইমের এই বিভাজন থেকে স্পষ্টত প্রতিভাত হচ্ছে যে, লোক প্রশাসনের কোন তত্ত্ব নেই। তথাপি, লোক প্রশাসন সরকারের সকল কার্যক্রমকে নিয়ে সংগঠিত এবং সরকারী নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরাসরি সম্পৃক্ত। এ বিবেচনায় লোক প্রশাসনের ক্ষেত্র বহুমুখী। সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত না হলেও Chester Barnard, Herbert Simon, George Frederickson, Dwight Waldo, Vincent Ostrom প্রমুখের লেখায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[৫]

বাংলাদেশের আর্থ–সামাজিক ব্যবস্থায় লোক প্রশাসন সরকারী নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্যার গভীরে পৌঁছতে পারছে না। তাত্ত্বিক অব–কাঠামোর অনুপস্থিতিতে সরকারী নীতি প্রণয়নের কিছু মৌলিক প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়। এগুলো আপেক্ষিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। কিন্তু এ ধরনের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ

উপস্থাপনে বিষয় হিসেবে লোক প্রশাসন ব্যর্থ হচ্ছে। এ সমস্যার কারণে লক্ষ্য করা যায় যে, লোক প্রশাসনের মূল–ধারাটি এখনো কার্য–কাঠামোগত ভিত্তির উপর বিচরণ করছে। লোক প্রশাসন তাই সংগঠন বিনির্মাণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নেতৃত্ব, যোগাযোগ, মানব সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ের এক ধরনের পেশাদারী ব্যাখ্যা প্রদানেই ব্যস্ত। এ ধারণাগুলো ইউরোপীয় সমাজের বেসকারী সংগঠনের উপর মাইক্রো লেভেল এক্সপেরিমেন্ট–এর উপর ভিত্তি করে বিকশিত হয়েছে।

বৃহত্তর সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, সামাজিক বিবর্তন প্রক্রিয়া, অর্থনীতির গতি ও প্রকৃতি, উৎপাদন প্রক্রিয়া, উৎপাদন পদ্ধতি, রাজনীতি–এসব বিষয়ের সাথে সরকারী নীতিসমূহের কার্যকরণগত সম্পর্ক আছে। কিন্তু লোক প্রশাসন বিষয়গতভাবে এগুলোকে কম গুরুত্ব দিয়েছে। ফলে সরকারী নীতি বিষয়ক গবেষণায় সমস্যার চরিত্র, ধরন, কারণ ও এর সামগ্রিক অবয়ক অনুধাবন করার জন্য গবেষকদের যে তাত্ত্বিক ভিত্তি থাকা দরকার তা নেই। এর অনুপস্থিতিই লোক প্রশাসনের দৃষ্টি ভংগীকে সংকীর্ণ করেছে। ফলে লোক প্রশাসন সরকারী নীতি বিষয়ের গবেষণা কার্যকরভাবে সংগঠিত করতে পারছে না।

সরকারী নীতি বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। যেমন কৃষি উন্নয়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শিল্পোন্নয়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবেশ, উন্নয়ন ইত্যাদি। আরো অনেক বিষয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তাবায়নের নীতি সরকার গ্রহণ করে। এসব বিষয়ে সমস্যা নির্ধারণ ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গবেষণার প্রয়োজন হয়। তাত্ত্বিক ভিত্তির অভাবে এখানেও লোক প্রশাসনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য নয়। তাত্ত্বিক অবকাঠামোর জন্য লোক প্রশাসন অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ের গবেষণার উপর নির্ভর করতে পারে কিন্তু অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানের ন্যায় সকল বিষয়কে লোক প্রশাসন একই সময় বিচেনায় আনতে পারে না।

সরকারী নীতি বিষয়ক গবেষণার জন্য বিভিন্ন ধরনের গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। যেমন – শিল্পোপন্নয়ন সমস্যার সমাধানের জন্য যদি কোন গবেষণা করা হয়, তা বিবিন্ন মডেল ও অর্থনীতির তত্ত্ব অনুসারে করা হয়ে থাকে। কোন নির্দিষ্ট মডেলের অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা, স্থায়িত্বের সম্ভাব্যতা তলিয়ে দেখা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে অনেক সময় ব্যয় সংকোচনের ভাবনার আড়ালে মূল সমস্যাটি হারিয়ে যায়। উন্নয়নের ক্ষেত্রে গবেষণা ও প্রশাসনিক পূনর্গঠন একই সমস্যা মোকাবেলা করছে।

সাধারণত সরকারী নীতি বিষয়ক গবেষকরা আসেন বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে। ফলে গবেষণাকালে নির্দিষ্ট তত্ত্বীয় কাঠামো অনুসরণে তারা ব্যর্থ হন যা কোন সমস্যা নির্ধারণ বা প্রকল্প মূল্যায়নকে অনিশ্চিত অবস্থায় পর্যবসিত করে। তখন তারা মূল সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে যেন তেন প্রকারে গবেষণা কার্য শেষ করেন।

সরকারী নীতি বিষয়ক গবেষণায় যে সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ দরকার বিষয় হিসেবে লোক প্রশাসন তা করতে পারে না। কারণ সরকারী নীতি বিষয়ক গবেষণা সামাজিক

বিজ্ঞানের গবেষণাও বটে। সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণা বলতে ইয়াং (১৯৮৪) বলেন "Social research may be defined as a scientific undertaking which, by means of logical and systematized techniques, aims to :

1. discover new facts or varify and test old facts;
2. analyse their sequences, interrelationships, and caused explanations which were derived within an appropriate theoretical frame of reference, and
3. develop new scientific tools, concepts and theories which would facilitate reliable and valid study of human behavior"[৬]

কোন সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণাই জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণার একটি অন্যতম লক্ষ্য। সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণায় বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার কারণসমূহ ও প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে নির্দেশনা থাকে, যা অনেক সময় নতুন চিন্তা ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে। কিন্তু সরকারী নীতি বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করার জন্য যে ধারণাগত ও বৈষয়িক দৃষ্টিভংগীর প্রয়োজন লোক প্রশাসন বিষয় হিসেবে তা যথার্থভাবে পূরণ করতে পারছে না। তত্ত্বগত ভিত্তির অভাবে লোক প্রশাসন কোন সার্থক গবেষণা পরিচালনা করতে পারছে না।

আমরা জানি তৃতীয় বিশ্বে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকারী নীতিগুলো ঐ পরিকল্পনার অংশ মাত্র। রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীকে আমরা যদি লোক প্রশাসন বলি তাহলে সমস্যার স্বরূপটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। রাষ্ট্রের দুর্বলতার কারণে পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণে প্রয়োজনীয় গবেষণার জন্য সরকার বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তি বা সংস্থার উপর নির্ভর করে। এসব ব্যক্তি বা সংস্থা কতগুলো শর্ত ও নিয়মাবলীর ভিত্তিতে গবেষণা কাজগুলো করে থাকে। কিন্তু রাষ্ট্রের সামগ্রিক সম্পর্ক, সমাজ ও অর্থনীতির উপর এর প্রভাব এ সমস্ত বিষয়গুলোকে সন্নিবেশিত করে একটি বাস্তবমুখী, প্রয়োগলব্ধ গবেষণা পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। তৃতীয় বিশ্বে এ সমস্যাটি ব্যাপক। উন্নত বিশ্বে সুস্পষ্ট সামাজিক বিন্যাসের কারণে সমাজের মৌলিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা অনেক সহজ। সামাজিক, অর্থনেতিক ও রাজনৈতিকভাবে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আগামী দিনের সমস্যার স্বরূপ তারা যেমন অনুধাবন করতে পারেন, তেমনি প্রযুক্তিগত উন্নতির সুবাদে একটি সমন্বিত প্রক্রিয়ায় তাদের পক্ষে গবেষণা পরিচালনা করা সম্ভব।

আমাদের মতো অনুন্নত দেশে সমাজের বিবর্তন সুনির্দিষ্ট ধারায় প্রবাহিত নয়। বিভিন্ন সামাজিক শক্তি পরিপক্কতা অর্জন করেনি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

অনগ্রসর। সৃজনশীলতা কুপমন্ডুকতা দ্বারা আচ্ছাদিত। সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারা অস্পষ্ট এবং নাগরিক জীবনের অস্থিরতা দ্বারা প্রভাবিত।

সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা থেকে মুক্তি পাবার লক্ষ্যে আমাদের প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট, সমন্বিত, বস্তুনিষ্ঠ, প্রয়োগমুখী সরকারী নীতি, যা সমাজের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ব্যাপ্তি ঘটিয়ে এক নতুন ধরনের সামাজিক সম্পর্ক তৈরী করবে। উন্নয়নধর্মী বিনিয়োগ ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে নীতিসমূহ সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তাই একটি সামগ্রিক সামাজিক পরিবর্তন সংগঠিত করার লক্ষ্যে চাই পুনরুৎপাদনশীল উৎপাদন ব্যবস্থা। এর জন্য তাত্ত্বিক ও দার্শনিক বিষয়াদি সন্নিবেশিত করে যে ধরনের গবেষণা পরিচালনা করা দরকার তা লোক প্রশাসনের বর্তমান কাঠামোগত দুর্বলতা ও বিষয়গত সংকীর্ণতার জন্য সম্ভব হচ্ছে না। কারণ নীতিমালা প্রণয়নের জন্য যে বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণা কিংবা এ সব পরিচালনার জন্য যে প্রজ্ঞা ও চর্চার দরকার তা সমন্বিতভাবে গড়ে উঠেনি। যা গড়ে উঠেছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল এবং অনেক ক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট।

সরকারী নীতিবিষয়ক গবেষণার আর একটি সমস্যার দিক রয়েছে। সরকারী নীতি বিষয়ক গবেষণা নীতি নির্ধারকদের চলমান সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দেশিত পথে তথ্য সরবরাহ করে। সরকারী নীতি বিষয়ক গবেষণা হলো মৌলিক সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণের পদ্ধতি যার মাধ্যমে ঐ সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য কার্যকর সুপারিশ পাওয়া যায়। লোক প্রশাসন গবেষণায় এই মৌলিক দিকটি উপেক্ষিত হয়েছে।

সরকারী নীতি বিষয়ক গবেষণার আর একটি দিক হলো, এটি নীতি নির্ধারণ বিষয় নিয়ে আগ্রহ দেখায়। এটি নীতি গ্রহণের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে। তাছাড়া পূর্বে গৃহীত নীতিসমূহের প্রভাবও ব্যাখ্যা করে। এ বিষয়ের সম্যক আলোচনার জন্য নীতি প্রণয়নের রাজনৈতিক অর্থনীতি সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা থাকা দরকার। তা না হলে সমস্যার চরিত্র ও স্বরূপ নির্ধারণ সম্ভব নয়। আমরা জানি, সরকারী নীতি প্রণয়ন একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। এটি কোন সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং সরকারী নীতি বিষয়ক গবেষণার প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার জন্য গবেষকদের রাজনৈতিক অর্থনীতির দৃষ্টিভংগীই পারে সমস্যার ক্ষেত্র এবং সঠিক গবেষণা পদ্ধতি নির্দিষ্ট করতে। কোন পদ্ধতি গবেষক গ্রহণ করবেন তা নিতান্তই অবস্থা নির্ভর। এখন এ গবেষণার কাঠামো কিরূপ হবে, গবেষকদের প্রশ্নের ধরণ কি হবে, প্রশ্নাবলী কোন ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে, কোন কোন বিষয় গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হবে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য কোন ধরনের উপাদান ব্যবহৃত হবে তা নির্ধারিত হবে গবেষকদের তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর।

উপসংহার

আলোচ্য নিবন্ধে সামাজিক বাস্তবতায় ধারণা ও তত্ত্ব এবং তত্ত্ব ও ব্যবহারের মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান তাই তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এটা নিশ্চিত করেই বলা যায় আর্থ–সামাজিক বাস্তবতার সুক্ষ্মবোধই কোন তত্ত্বকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। এটি ছাড়া কোন গবেষণাই পরিচালনা করা সম্ভব নয়। বিষয় হিসেবে লোক প্রশাসন নীতি প্রণয়নের বিভিন্ন উপাদানের আন্তঃসম্পর্কের যৌক্তিকতা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়া দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য যে উৎপাদনমুখী ও পরিবর্তিত নীতি গ্রহণের প্রয়োজন তা নিরূপণে লোক প্রশাসন যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এ দুর্বলতা নিরসনের জন্য লোক প্রশাসনকে সামাজিক বাস্তবতার স্বরূপ; যেমন, বিভিন্ন সামাজিক উপাদানের মধ্যকার বিষয় ও উদ্দেশ্যগত সম্পর্ক, পুনরুৎপাদন ও পরিবর্তনের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়কে গভীরভাবে বিবেচনায় আনতে হবে। উপরোক্ত বিষয়গুলো বিচেনায় আনলে লোক প্রশাসন মৌলিক গবেষণা পরিচালনায় তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক ভূমিকা পালন করতে পারবে। অন্যথায় লোক প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গী পশ্চাদমুখী হয়ে থাকবে। চলমান আর্থ–সামাজিক বাস্তবতা আসলে সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তন ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। এই বাস্তবতার আলোকেই বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য লোক প্রশাসনের নতুন বিন্যাস প্রয়োজন। সামাজিক বিবর্তন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান দ্বন্দ্বসমূহ তত্ত্ব ও প্রয়োগের সামগ্রিক অন্তঃসম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলো লোক প্রশাসন তত্ত্ব নির্মাণের জন্য অবশ্যই সংশ্লিষ্ট করতে হবে। অন্যথায় সরকারী নীতি প্রণয়নে যে সমস্যা আজ বিরাজমান অনন্তকাল ধরে এ ধারা চলতেই থাকবে।

তথ্য নির্দেশ

১. For details see, James Charlesworth (ed.), *Theory and Practice of Public Administration : Scope, Objectives and Methods*, (Philadelphia : The American Academy of Political Science, 1968); Gerald E. Caiden, *The Dynamics of Public Administration : Guidelines to Current Transformations in Theory and Practice*, (Hingsdale, Illinois : Dryden Press, 1971), p. 233; Peter Self, *Administrative Theories and Politics*, (George Allen and Unwin, 1977); Robert T. Golembiewski, *Public Administration As A Developing Discipline*, (New York : Marcel Dekker, 1977), 2 Vol. and Stephen P. Robbins, *The*

Administrative Process : Integrating Theory and Practice, (Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall, 1986.)

২. Stephen K. Baily, `Objectives of the Theory of Public Administration' in James Charlesworth ed. *op. cit*, pp. 128-29.

৩. For detailed analysis see, Hamza Alavi, `State and Class under peripheral Capitalism' in Hamza Alavi and Teodor Shanin (eds), *Introduction to the Sociology of Developing Societies*, (London : Macmillan, 1982); Gordon White and Robert Wade, `Developmental States : Markets in East Asia' in Gordon White (ed.) *Developmental States in East Asia*, (London : Macmillan, 1988); Richard Robinson, `Class, Capital and the State in New Order Indonesia' in R. Higgott and R. Robinson (eds.) *South East Asia : Essays in the Political Economy of Structural Change*, (London : Routledge and Kegan Paul, 1985); and Atul Kohli, *The State and Development in the Third World*, (Princeton; Princeton University Press, 1986.)

৪. See, Nicholas Henry, *Public Administration and Public Affairs*, (Englewood Cliffs, N. J. Prentice Hall, 1980.)

৫. See, C. I. Bernard, *The Functions of the Executive*, (Harbard University Press, Cambridge, 1938); H. Simon, *Administrative Behaviour : A Study on Decision Processes in Administrative Organisation*, (Macmillan, New York : 1947); H. Simon, ``A Comment on the Science of Public Administration", *Public Administration Review*, No. 7, Summer, (1973); H. George Frederickson, *New Public Administration*, Alabama, (University of Alabama Prees, 1980); Dwight Waldo, `Scope of the Theory of Public Administration,' in James Charlesworth (ed), *Theory and Practice of Public Administration;* and Vincent Ostrom, *The Intellectual Crisis in American Public Administration*, Alabama : University of (Alabama Press, 1974.)

৬. See, Pauline V. Young, *Scientific Social Surveys and Research*, (New Delhi : Prentice Hall of India, 1984), p. 30.